বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুসলিম উম্মাহর সংশোধনের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

[বাংলা - bengali - البنغالية]

জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011 - 1432

IslamHouse.com

إصلاح الأمة الإسلامية: أهميته وطريقته

« باللغة البنغالية »

ذاكر الله أبو الخير

مراجعة: الدكتور أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1432

IslamHouse.com

মুসলিম উম্মাহর সংশোধনের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

সংকলনে: জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

ইসলামী শরীয়তের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে , ভালো কাজের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এবং খারাপ ও মন্দ কাজের পরিণতি হতে তাদের হেফাজত করা। মানুষ যাতে কোন খারাপ কাজে লিপ্ত না হয় তার জন্য তাদের সতর্ক ও সংশোধন করা। এ কারণেই মানুষের কাজের হিসাব নেয়া ও তা পর্যালোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ করতে নিষেধ করার মর্যাদা ও গুরুত্ব আল্লাহ তা 'আলার নিকট অধিক।

ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা সমাজ সংশোধনের চাবিকাঠি ও সামাজিক নিরাপত্তা , স্থিতিশীলতা ও সফলতার অন্যতম উপকরণ। একটি মুসলিম সমাজে এর প্রয়োজন এত তীব্র যে , বলতে গেলে এরই মাধ্যমে মুসলিমের ঈমান -আক্বীদার সংরক্ষণ হয়। ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজকে সমাজ থেকে প্রতিহত করা না হলে , ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন।

একজন মুসলিম তার স্বীয় মর্যাদা রক্ষা ও বাতিলকে প্রতিহত করতে হলে এর কোন ব্যতিক্রম কখনোই খুঁজে পাবে না। শুধু চুপ করে বসে থাকার মাধ্যমে সে তার ঈমান ও ইসলামের হেফাযত করতে পারবে না। তাকে অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করার মাধ্যমেই এ উম্মতকে ভোগবাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করা ও শুধু প্রবৃত্তির গোলামী ও দাসত্ব করা হতে হেফাযত করা যেতে পারে। উম্মতের অসংখ্য লোক যারা তাদের প্রবৃত্তি ও ভোগের তাড়নায় বিভিন্ন প্রকার অন্যায় , অশ্লীল ও খারাপ কাজে জড়িত হয় এবং খারাপ পরিবেশে যাতায়াত করে , এর মাধ্যমেই তাদেরকে প্রবৃত্তির অন্ধানুকরণ ও ভোগবাদিতা হতে সুরক্ষা করা সম্ভব হয়।

ইমাম গাযালী রহ . বলেন- দ্বীনের মধ্যে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বারণ করা হল দ্বীনের মহান এক নক্ষত্র। এর গুরুত্ব এত বেশি যে, এ কাজটির মিশন নিয়েই আল্লাহ তা 'আলা সমস্ত নবী -রাসূল দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন। নবী ও রাসূলদের অবর্তমানে যদি আল্লাহর এ মিশনটিকে ঘুটিয়ে রাখা হয় , তার প্রতি ইলম ও আমল বন্ধ করা হয় তখন নবুওয়তের প্রয়োজনীয়তাই গুরুত্ব হয়ে পড়বে এবং দ্বীনদারী সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাবে। মানুষের মধ্যে গোমরাহি বিস্তার করবে , অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়বে , ফিতনা - ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে , দেশ ও জাতি ধ্বংস হবে এবং বান্দাগণ আল্লাহর আযাবে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংসে নিপতিত হবে। আর তারা এ সব খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সেদিন জানতে পারবে যেদিন আল্লাহ তা 'আলা মানুষদের ডেকে বলবেন - আজকের দিন রাজত্ব কার ?[1]

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা এ উম্মতের সফলতার চাবিকাঠি :-

সৎ-কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার গুরুত্ব এত বেশি কেন হবে না ? অথচ আল্লাহ তা 'আলা কাজটিকে এ উম্মতের নিদর্শন বানিয়েছেন এবং কল্যাণ ও সফলতার কেন্দ্র বিন্দু নির্ধারণ করেছেন। কাজটি করার মাধ্যমেই উম্মতের কামিয়াবি ও কল্যাণ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা 'আলা বলেন-

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

''তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত , যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে , আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক''। [সূরা আলে ইমরান : ১১০]

---

[1] ইহইয়ায়ু উলূমিদ্দিন : ২/২০৬।

[illegible]

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَـدْعُونَ إِلَى الْخَيْـرِ وَيَـأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَنِ الْمُنْكَـرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

‘‘[illegible]’’ [illegible]

[illegible]

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْـرائيلَ عَلَى لِسَـانِ دَاوُدَ وَعِيسَـى ابْنِ مَـرْيَمَ ذَلِـكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾

‘‘[illegible]’’! [illegible]

[illegible]

«مثل القـائم على حـدود الله والواقع فيهـا، كمثل قـوم اسـتهموا على سـفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الـذين في أسـفلها إذا اسـتقوا من المـاء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصـيبنا خرقـاً ولم نـؤذِ من فوقنـا، فـإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً»

‘‘[illegible] [illegible]

[illegible],

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «والذي نفسي بيده! لتأمرن بالمعروف ولتنهـوُنَّ عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم».

‘‘[illegible]

নিকট আযাব থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে থাকবে তখন তোমাদের প্রার্থনার কোন উত্তর দেয়া হবে না ’’।

[তিরমিযি (২১৬৯) এবং আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।]

আল্লাহ তা ‘আলার পক্ষ হতে বিশেষ উৎসাহ ও নির্দেশ দেয়া এবং কাজটি ছেড়ে দেয়ার উপর শাস্তির ঘোষণা দেয়ার ফলে , ইতিহাস জুড়ে দেখা যায় মুসলিম মনীষী ও সংস্কারকগণ বিভিন্ন স্থানে হওয়া সত্বেও তারা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতেন। তারা তাদের জীবনের মিশন বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাদের এ সব কর্ম ও মিশন থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়ার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এ গুলো সুবিশাল ও সুবিস্তৃত হওয়াতে এ নিবন্ধে তা তুলে ধরা সম্ভব নয়। যার কারণে এখানে শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীরাত ও তার পবিত্র জীবনী হতে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা করা হচ্ছে। তিনি বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের কীভাবে সংশোধন করতেন এবং তাদের কীভাবে খারাপ ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখতেন তার কিছুটা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে , যাতে আমরা এ সব ঘটনা থেকে শিখতে পারি এবং আমরাও আমাদের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকদের সংশোধন ও তাদের আল্লাহর রাহে পরিচালনা করতে পারি।

পরিবারের লোকদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে সতর্ক ও সংশোধন করতেন :-

উম্মতের তালীম -তরবিয়ত চালিয়ে যাওয়া , কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয়া , গুরুত্বপূর্ণ কাজের আঞ্জাম দেয়া , কাফের মুশরিকদের পক্ষ হতে নানাবিধ যুলুম নির্যাতনের মুখোমুখি হওয়া , রাত জেগে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য বিনয়ী হয়ে কান্নাকাটি করা ইত্যাদি কোন ব্যস্ততাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার উপর ন্যস্ত বিশাল গুরু দায়িত্ব পালন করা হতে বিরত রাখতে পারেনি। হাজারো ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি পরিবারের সংশোধন , যে কাজ করলে আল্লাহর আযাব ও ক্রোধের কারণ হয় এবং তার রহমত ও কামিয়াবি লাভ হতে বঞ্চিত হয় , সে সব কাজ হতে দূরে থাকার জন্য অবিরাম উপদেশ , ওয়ায-নসিহত ও আদেশ-নিষেধ চালিয়ে যেতেন। তাদের থেকে কোন প্রকার অন্যায় ও ভুল -ত্রুটি সংঘটিত হতে দেখলে , তিনি সাথে সাথে তাদের সতর্ক করতেন এবং তার উপর ন্যস্ত গুরু দায়িত্ব যথাযথ পালন করতেন। যেমন-আয়েশা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন-

«دخل عليَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي البيت قِرَام فيه صور، فتلوَّن وجهه، ثم تناول الستر فهتكه، وقال -صلى الله عليه وسلم-: إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصوِّرون هذه الصور»

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দেখতে পেলেন , আমার ঘরের মধ্যে চিত্রবিশিষ্ট একটি পর্দা ঝুলানো ছিল। এ দেখে রাগে ও ক্ষোভে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারার রং লাল হয়ে গেল। তারপর তিনি পর্দাটি হাতে নিয়ে সাথে সাথে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন , কিয়ামতের দিন সর্বাধিক কঠিন আযাব তাদের দেয়া হবে , যারা এ ধরনের চিত্র তৈরী করে। (বুখারী : ৬১০৯)

وما روته ـ رضي الله عنها ـ قالت: قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: حسبك من صفية كذا وكذا ـ تعني قصيرة ـ فقال: «لقد قلتِ كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته»

আয়েশা রা . হতে আরও বর্ণিত , তিনি বলেন আমি একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললাম , সুফিয়া খাটো হওয়াটাই আপনার নিকট সে অপছন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন , তুমি এমন একটি বাক্য বলেছ, যদি তা সমুদ্রের পানির সাথে মিলানো হত , তাহলে সমুদ্রের পানিও দুর্গন্ধময় হয়ে যেত।

قالت: وحكيتُ له إنساناً، فقال: «ما أحب أني حكيت إنساناً وأن لي كذا وكذا»

আয়েশা রা . আরও বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একটি লোক সম্পর্কে আলোচনা করি। তখন তিনি বলেন- কোন লোক সম্পর্কে আমার নিকট আলোচনা করাকে আমি পছন্দ করি না। যদিও আমার জন্য অনুরূপ ...অনুরূপ হোক। [সুনানে আবুদাউদ ৪৮৭৫] আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

وما رواه خادمه أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: «بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة: إني بنت يهودي، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي؛ ففيمَ تفخر عليك؟! ثم قال: اتقي الله يا حفصة!».

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাদেম আনাস রা . হতে বর্ণিত, তিনি বলেন - সুফিয়া রা . এর নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, হাফসা রা . তাকে একজন ইয়াহুদীর কন্যা বলে সম্বোধন করেছে, এ কথা শোনে তিনি কান্না করতে আরম্ভ করল। তার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করে দেখতে পেল, সে কাঁদছে। তখন রাসূল তাকে বললেন- তুমি কাঁদছ কেন? তখন উত্তরে তিনি বললেন, হাফসা আমাকে বলেছে আমি একজন ইয়াহুদীর মেয়ে! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলল, না, তুমি একজন নবীর মেয়ে আর তোমার চাচা একজন নবী আর তুমি একজন নবীর স্ত্রী। তাহলে সে তোমার উপর কি নিয়ে অহংকার করবে?! তারপর তিনি হাফসা রা . কে ডেকে বললেন, হে হাফসা! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। [তিরমিযি : ৩৮৯৪ এবং তিনি বলেন - হাসান সহীহ এবং আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবেষ্টিত সাহাবীদের সংশোধন কীভাবে করতেন :-

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রত্যেক সাহাবীর সংশোধন ও তাদের অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। বিশেষ করে যারা তার খুব কাছাকাছি থাকত ও নিকটাত্মীয় ছিল। এছাড়াও যারা তার কাছে বেশি আসা যাওয়া করত এবং সফর সঙ্গী হত, তাদের প্রতি তিনি ছিলেন অধিক যত্নবান। তাদের তিনি গুনাহের কাজসমূহ হতে বিরত রাখতে সর্বদা সতর্ক থাকতেন। মানুষের দেহ বা আত্মা দ্বারা যে সব ভালো কাজ সংঘটিত হয়, সে সব কাজগুলো করার প্রতি তিনি তাদের উপদেশ দিতেন। এ ছাড়া তিনি যখন তাদের মধ্যে ভুলত্রুটি, মন্দ ও অশোভনীয় কোন কাজ সংঘটিত হতে দেখতেন অথবা শয়তান তাদের কোন ভুলের দিকে নিয়ে যেতে দেখতেন, তখন তিনি সাথে সাথে তাদের অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, নমনীয়তা, সুন্দর ব্যবহার ও ভালোবাসা দিয়ে সতর্ক করতেন। তাদের সাথে তিনি কখনোই কোন প্রকার দুর্ব্যবহার ও কঠোরতা করতেন না।

যেমন- আবুযর রা . হতে বর্ণিত, তিনি □□□□-

«إني سابت رجلاً فعيَّرته بأمه، فقال لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: يا أبا ذر! أعيرته بأمه؟! إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خَوَلُكم، جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم»،

''আমি এক লোককে গালি গালাজ করি এবং তাকে তার মায়ের সাথে তুলনা করে কিছু খারাব কথা বলি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন - হে আবু জর! তুমি তাকে তার মায়ের সাথে মিলিয়ে দোষারোপ করলে! মনে রাখবে তুমি এমন এক লোক তোমার মধ্যে অবশ্যই জাহিলিয়্যাত বিদ্যমান! আর মনে রাখবে তোমাদের দাস -দাসীরা তোমাদের ভাইদেরই সমতুল্য। আল্লাহ তা 'আলা তাদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। যদি তোমাদের কোন ভাই তোমাদের অধীনে থাকে, তোমরা তাকে তাই খাওয়াও যা তোমরা খাও এবং তাকে তাই পরাও যা তোমরা পরিধান কর। তোমরা তাদের উপর এমন কোন বোঝা চাপিয়ে দেবে না, যা তাদের কষ্টের কারণ হয়। আর যদি তোমরা তাকে কোন ভারি কাজের দায়িত্ব দিয়ে থাক, তবে তোমরাও তাদের সহযোগিতা কর''। [বুখারী : ৩০]

وحـديث عائشة ــ رضي الله تعـالى عنها ــ حين أَهَمَّ قريشـاً شـأنُ المـرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله -صـلى الله عليه وسـلم-؟! فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حِبُّ رسـول الله -صـلى الله عليه وسـلم-؟ فكلمه أسامة، فقال رسول الله -صـلى الله عليه وسـلم-: «أتشـفع في حـدٍ من حـدود اللـه؟! ثم قـام فـاختطب، ثم قـال: إنما أهلك الـذين قبلكم أنهم كـانوا إذا سـرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضـعيف أقـاموا عليه الحـد، وأيْم اللـه! لو أن فاطمة بنت محـمد سـرقت لقـطـعت يدها»

[illegible]

وحديث أبي مسعود البدري ـ رضي الله عنه ــ قـال: «كنـت أضـرب غلامـاً لي بالسوط، فسمعت صوتاً من خلفي: اعلمْ أبا مسـعود! فلم أفهم الصـوت من الغضـب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله -صلى الله عليه وسـلم-، فـإذا هو يقـول: اعلم أبا مسعود! اعلم أبا مسعود! قال: فألقيت السـوط من يـدي، فقـال: اعلم أبا مسـعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام! قال: فقلت: لا أضرب مملوكاً بعده أبداً».

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

«أن معـاذ بن جبل ــ رضي الله عنه ــ كـان يصـلي مع النـبي -صـلى الله عليه وسلم-، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فَتَجَـوَّز رجـل فصـلى صـلاة خفيـفة، فـبلغ ذلك معاذاً، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجلَ، فأتى النـبيَّ -صـلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللـه! إنَّا قـوم نعمل بأيـدينا، ونسـقي بنواضـحنا، وإن معاذاً صلى بنا الـبارحة، فـقرأ البـقرة فتجـوَّزت، فزعـم أني منافق، فقال النبي -صـلى الله عليه وسلم-: يا معاذ! أفتَّان أنت؟ (ثلاثاً)، اقـرأ: ﴿وَالشَّـمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشـمس: 1]، و﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، ونحوها»

[illegible] ﴿سَبِّحِ اسْمَ [illegible] ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [illegible] رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ [illegible]

وحديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: «زوَّجني أبي امـرأة، فجـاء يزورها، فقال: كيف ترين بعلك؟ فقـالت: نِعْم الرجل من رجـل! لا ينـام الليل ولا يفطر النهار. فوقع بي، وقال: زوَّجْتك امرأةً من المسـلمين فعضـلْتَها، قـال: فجعلت لا ألتفت إلى قوله؛ مما أرى عندي من القوة والاجتهاد، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسـلم-، فقال: لكني أنا أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، فقم ونم، وصم وأفطـر! قـال: صم من كل شهر ثلاثـة أيـام، فقلت: أنا أقـوى من ذلـك، قــال: صـم صــوم داود ــ عليه السـلام ــ صـم يومـاً وأفـطر يوماً، قلت: أنا أقوى من ذلك. قـال: اقـرأ القرآن في كل شــهر، ثم انتهى إلى خمس عشرة وأنا أقول: أنا أقوى من ذلك».

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث جيشاً وأَمَّر عليهم رجلاً، فأوقد ناراً، وقال: ادخلوها! فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها، فذكروا للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين: لا طاعة في معصيةٍ، إنما الطاعة في المعروف».

[illegible]

وحديث أبي حميد الساعدي ـ رضي الله عنه ـ قال: «استعمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً على صدقات بني سليمٍ يُدعَى ابن اللُّتْبِيَّة؛ فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالُكم، وهذا هدية، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فهلاَّ جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً! ثم خطبنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد: فإني أُستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاَّني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أُهديت لي! أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟! واللهِ لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رُغَاء، أو بقرة لها خُوَار، أو شاة تَيْعَر، ثم رفع يده حتى رُئي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلَّغت، بَصَر عيني وسَمْعَ أذني».

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ «أن رسـول الله -صـلى الله عليه وسـلم- مرَّ على صُبْرَةِ طعامٍ، فأدخل يـده فيهـا، فنـالت أصـابعُه بللاً، فقـال: ما هـذا يا صـاحب الطعام؟! قال: أصابتْه السماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطـعام؛ كي يـراه الـناس؟! مـن غـشَّ فليس مني»

[illegible]

وحديث سلـمة بن الأكـوع ـ رضي الله عنه ـ «أن رجلاً أكل عند رسـول الله -صـلى الله عليه وسـلم- بشـماله، فقـال: كُـلْ بيمـينك! قـال: لا أستـطيع، قـال: لا اسـتـطـعتَ. ما منـعه إلا الكِبْر، قال: فما رفـعـها إلى فيـه»

[illegible]

وحـديث ابـن عباس ـ رضي الله عنهما ـ «أن رسـول الله -صـلى الله عليه وسلم- رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمـرة من نـار فيجعلها في يـده؟ فقيل للرجل بعـدما ذهـب رسـول الله -صـلى الله عليه

وسلم-: خــذ خاتمـك انتـفع بـه، قـال: لا واللـهِ! لا آخـذه أبـداً وقد طرحه رسـول الله -صلى الله عليه وسلم-»

[illegible]

وحديث عبد الله بن جعفر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «دخل حائطاً لرجل من الأنصـار، فـإذا جمـلٌ، فلما رأى النـبيَّ -صـلى الله عليه وسلم- حنَّ، وذرفت عيناه، فأتاه النبي -صلى الله عليه وسـلم- فمسح ذِفْـرَاه فسـكت، فقال: مَنْ ربُّ هذا الجــمل؟ لمن هــذا الجــمل؟ فجـاء فـتى من الأنصـار فقـال: لي يا رسـول اللـه! فقـال: أفلا تتقي الله فـي هــذه البــهيمة التـي ملَّكك الله إيـاهــا؟ فـإنـه شـكا إلـيَّ أنــك تجيعه وتُدْئِبُه».

[illegible]

[illegible]

সাহাবীরা একেবারে কঠিন রোগাক্রান্ত ও মুমূর্ষু অবস্থায়ও লোকদের সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে সতর্ক করতেন। কোন অবস্থাতেই তারা এ দায়িত্ব পালন হতে বিরত থাকতেন না। ওমর রা. এর ঘটনা তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন তখন একজন যুবক তাকে দেখতে গেল। আর তার পরিধেয় কাপড় তার পায়ের টাখনুর নিচে ঝুলতে ছিল। ওমর রা. যখন এ দৃশ্য দেখলেন তখন তিনি সাথে সাথে যুবকটিকে সতর্ক করলেন। তার মৃত্যু শয্যা ও দেশের অবস্থার চিন্তা বালকটিকে সতর্ক করা হতে তাকে বিন্দু পরিমাণও বিরত রাখতে পারেনি। তিনি বালকটিকে কাপড় উঁচা করে পরিধান করতে নির্দেশ দিলেন এবং ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করতে না করেন। [বুখারী: ৩৭০০]

বর্তমান সময়ের বাস্তবতার দিক লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, উম্মতের অধিকাংশ বড় বড় নামী-দামী লোক ও অধিক মর্যাদাশীল নারী- পুরুষরা ইসলামের এ মহান ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালন হতে পিছিয়ে আছে। যার কারণে সমাজে অন্যায়-অনাচার, আল্লাহর নাফরমানি, শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ, বিশৃঙ্খলা, অন্ধানুকরণ, কু-প্রবৃত্তির পূজারীদের দাপট, যুলুম নির্যাতন ও প্রকাশ্যে- দিবালোকে অপরাধের ঘটনা অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারই ফলশ্রুতিতে বর্তমানে আমরা দেখতে পাই সামাজিক অবক্ষয়, মুসলিম উম্মাহর পতন ও তাদের করুণ পরিণতি। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে, ভেঙ্গে গেছে তাদের সামাজিক অবকাঠামো এবং দুর্বল হয়ে পড়েছে তাদের মনোবল। আজ তাদের শৌর্যবীর্য, গৌরব ও ঐতিহ্য বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।
মুসলিমদের এ ধরনের দুর্বলতা ও পিছিয়ে থাকার অন্তর্নিহিত
অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে এর উল্লেখযোগ্য কতক কারণ হল, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বারণ করা যে কত গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের পরিধির সীমাবদ্ধতা এবং কাজটির প্রতি অমনোযোগী হওয়া। এ মহান দায়িত্বটির প্রয়োজনীয়তা, যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারাও পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ। এ ছাড়া এর আরও কারণ হল, নিজেকে এ দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত বলে বিশ্বাস না করা। যার ফলে সে মনে করে এ কাজটি করার দায়িত্ব তো আমার নয়, এটা-তো তারাই করবে যারা আমার চেয়ে বড়। অন্যদের দায়িত্ব বলে বিশ্বাস করে দায়িত্বটিকে অন্যদের গাড়ে চাপিয়ে দেয়ার মানসিকতা তার মধ্যে কাজ করে। এ ছাড়াও গুনাহ, অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে দায়িত্বটির গুরুত্ব তার নিকট গৌণ হওয়ায় এ দায়িত্ব পালনের প্রতি তার অনীহা জাগ্রত হয়। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে সব কষ্ট, যুলুম, নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়, তার উপর ধৈর্য ধারণের মানসিকতা না থাকাও দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার অন্যতম কারণ। আর মানুষের পক্ষ হতে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সমালোচনার মুখোমুখি হওয়াকে ভয় করাও এ দায়িত্ব পালন হতে মানুষকে দূরে রাখে।
এ ছাড়াও বর্তমানে আমাদের মধ্যে যে সব দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে, তার মূল কারণ হল, ঈমানী দুর্বলতা, দ্বীন সম্পর্কে সঠিক বুঝ না থাকা এবং দ্বীনের মূল চেতনা আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত থাকা। যার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্বীয় বাণীতে ইশারাও করে গিয়েছেন। বর্তমানে ঘর থেকে নিয়ে মাদ্রাসা, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ প্রতিটি সেক্টরে দ্বীনের চর্চা ও অনুশীলনের ঘাটতিও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। আমাদের এ দুর্বলতা ও অলসতার ফলে অচিরেই সমাজে বাতিল মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে এবং দ্বীনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংকোচিত হয়ে পড়বে। আর তখন এর পরিণতি যে কত ভয়াবহ হবে, তা আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষ তো দুরের কথা অনেক বড় বড় জ্ঞানী-গুণীরাও উপলব্ধি করতে পারছে না। ধীরে ধীরে সমাজ থেকে ভালো কাজ গুলো দূর হয়ে যাবে, ভালো লোকের সংখ্যা কমে যাবে এবং অন্যায় অনাচার বৃদ্ধি পাবে। মানুষের অন্তুরে আল্লাহর ভয় বলতে আর কোন কিছুই তখন অবশিষ্ট থাকবে না। পাগলা হাতীর মত মানুষ যা ইচ্ছা

তাই করতে থাকবে। তাদের মধ্যে ভালো ও মন্দের কোন পার্থক্য থাকবে না।
হে মুসলিম জাতি! তোমরা হিসাব নিকাশের জন্য প্রস্তুত হও এবং হক্বের দাওয়াত ও খারাব কাজকে প্রতিহত করার যে দায়িত্ব তোমাদের দেয়া হয়েছে তা পালনে সচেষ্ট হও। এ বিষয়ে কথা ও কাজের মাধ্যমে যত প্রকার ভালো কাজ আছে তা পালনে তোমরা একত্র হও এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ কর। আল্লাহর বড়ত্বের প্রতি সম্মান, তার নির্দেশের আনুগত্যতা, আমাদের নবীর আদর্শের অনুকরণ, আল্লাহর নিকট ছাওয়াব ও বিনিময়ের আশা এসব কোন কিছুই যেন তোমাদের থেকে বিচ্যুত না হয়। আল্লাহর আযাব হতে মুক্তি পেতে হলে, তোমরা কোন ক্রমেই তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন হতে পিছ পা হবে না। মনে রাখতে হবে তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বকে খাট করে দেখার কোনই অবকাশ নাই। বরং তোমাদের দেয়া দায়িত্বের গুরুত্ব অধিক। দায়িত্বের তুলনায় তোমরা যে চেষ্টা ব্যয় করে থাক তা খুবই নগণ্য। এ চেষ্টা দিয়ে তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না।
হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের উপর অর্পিত যাবতীয় দায় দায়িত্বকে সহজ করে দিও। আমি আমার এ নিবন্ধের দ্বারা একমাত্র তোমাদের সংশোধন করতে এবং তোমাদের মধ্যে অনুভূতিকে জাগ্রত করতে চেষ্টা করছি। তাওফীক দাতাতো একমাত্র আল্লাহ। আমরা তার উপরই একমাত্র তাওয়াক্কুল করি এবং তার দিকেই আমাদের ফিরে যাওয়া।